কাজের খোঁজে মালয়েশিয়া কিভাবে যাবেন

বদরুল আলম নাবিল

দেশের ভেতরে এবং বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর শ্রম বাজার আমাদের মতো মুসলিম দেশগুলোর কর্মীদের জন্য এক রকম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের জনশক্তি রপ্তানি শুধু হ্রাসই পাচ্ছে না, হাজার হাজার কর্মী শূন্য হাতে ফিরে আসছে। দেশে আইনশৃঙ্খলা ক্রমাবনতির কারণে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে না। এসব কারণে দেশে বেকারত্ব যখন এক অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এমন সময় আবার মালয়েশিয়া ব্যাপক হারে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিচ্ছে এটা একটি বড় সুখবর। দু'দেশের সরকারের চুক্তি অনুযায়ী প্রায় ২ লাখ বাংলাদেশী দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে মালয়েশিয়ায়।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বায়রার দাবি, সহসাই মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে ৫০ হাজার শ্রমিক পাঠানো হবে। এই জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া চালু থাকবে। মালয়েশিয়া অতীতে আমাদের শ্রমিকদের অন্যতম কর্মক্ষেত্র ছিল। নানারকম দুর্নীতি আর অনিয়মের কারণে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। দীর্ঘ ৭ বছর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। দু' দেশের সরকারের এক দ্বিপাক্ষিক

চুক্তির ফলে এই বাধা উঠে গেলো। এখন যেকোনো সময় কর্মী পাঠানো শুরু হবে মালয়েশিয়ায়। তবে নতুন চুক্তি অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় চাকরির জন্য ভিসা প্রদান করা হবে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট সিস্টেমে। দু'দেশের সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে ভিসা প্রদান এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া।

চুক্তিমতে মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চাহিদা মতো শ্রমিক চেয়ে সে দেশের সরকারের কাছে আবেদন জানাবে। মালয় সরকার সে চাহিদাপত্র সমন্বিত করে আমাদের সরকারের কাছে পাঠাবে। তখন সরকার সে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সিকে লোক নিয়োগের দায়িত্ব দেবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'কোন রিক্রুটিং এজেন্সিকে কত লোক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হলো সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। কত টাকা খরচ হবে তাও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে।

চুক্তি অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় চাকরির জন্য ভিসা প্রদান করা হবে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট সিস্টেমে। দু'দেশের সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে ভিসা প্রদান এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া

গমনেচ্ছুদের করণীয়

আপনি যদি মালয়েশিয়ায় চাকরি নিয়ে যেতে চান তাহলে চোখ রাখুন পত্রিকার দিকে। সহসাই বিজ্ঞপ্তি আসছে মালয়েশিয়ায় নিয়োগের। এই বিজ্ঞপ্তিতে যেসব রিক্রুটিং এজেন্সির নাম থাকবে তাদের কোনো একটিতে যোগাযোগ করবেন। অনুমোদিত এজেন্সি প্রথমে আপনার কাছ থেকে আপনার পাসপোর্ট সংগ্রহ করবে। তারা এই পাসপোর্টে কলিংভিসা লাগিয়ে আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি, ছবি, বায়োডাটা মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানে পাঠাবে। চাকরিদাতা এগুলো যাচাই করে পছন্দের প্রার্থীর নাম মালয়েশিয়া সরকারের কাছে পাঠাবে। মালয়েশিয়া সরকার সেই অনুমোদিত প্রার্থীকে ভিসা প্রদান করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠাবে। ঢাকাস্থ মালয়েশিয়ান দূতাবাসেও এর একটা তালিকা থাকবে। এ পর্যায়ে মনোনীত প্রার্থী রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে প্রার্থীর পাসপোর্ট ও বিমানের টিকেট জমা দেবে। এর সঙ্গে প্রার্থীকে মেডিকেল টেস্টে উত্তীর্ণের সার্টিফিকেটও জমা দিতে হবে। এরপর অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সেরে প্রার্থীকে ভিসা প্রদান করা হবে। ভিসা পাওয়ার পর প্রার্থীকে জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরো থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এ অনুমোদন পাওয়ার জন্য প্রার্থীকে তার নিজ নিজ জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। তবে সম্প্রতি বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন থেকে যে কোনো জেলার প্রার্থী ঢাকায় জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস অথবা বায়রা অফিসেও নাম নিবন্ধন করতে পারবে। কম্পিউটারের ডাটাবেজে সকল প্রার্থীর তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। নাম নিবন্ধন ছাড়া কাউকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না।

সরকার যদি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পারে তবে মালয়েশিয়া যেতে একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ খরচ হওয়ার কথা ৭০ হাজার টাকা (ভিসা ও বিমানের টিকেটসহ)

কেমন খরচ পড়বে

সরকার যদি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পারে তবে মালয়েশিয়া যেতে একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ খরচ হওয়ার কথা ৭০ হাজার টাকা (ভিসা ও বিমানের টিকেটসহ)। সরকারও বলছে ৭০ হাজারের বেশি খরচ হবে না। কিন্তু এজেন্সিগুলো যে অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নেবে না তা আমরা বলতে পারি না। গমনেচ্ছুদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের ব্যাপারে যদি সরকারের কার্যকর মনিটরিং না থাকে তবে এজেন্সি ভেদে এই খরচ ১ লাখ ১০ হাজার থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে। ভালো কাজ, বেশি বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলে এজেন্সিগুলো বেশি টাকা হাতানোর চেষ্টা চালাতে পারে।

উল্লেখ্য, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী এখন বাংলাদেশ থেকে নিয়োগকৃত কর্মীরা মালয়েশিয়ান কর্মীদের সমান বেতন ভাতা পাবে।

ট্রেনিং বাধ্যতামূলক

মালয়েশিয়া গমনেচ্ছুদের জন্য মালয় ভাষার ট্রেনিং গ্রহণ বাধ্যতামূলক। দৈনন্দিন জীবনে যেসব কথা প্রয়োজন হয় সেসব প্রাথমিকভাবে শেখানো হবে। ১৫/২০ দিনের এই ভাষা শিক্ষা ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরই একজন প্রার্থী ভিসার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স হবে ২৩ থেকে ৪৩ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেখে বয়স যাচাই করা হবে। তাই অশিক্ষিতদের মালয়েশিয়া যাওয়ার সুযোগ নেই।

মেডিকেল সার্টিফিকেট

মালয়েশিয়া যেতে আপনার শারীরিক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে তা আগেই বলা হয়েছে। এইডস, যৌনরোগ, জন্ডিস, ডায়াবেটিস ইত্যাদি জটিল রোগাক্রান্তরা আনফিট বলে বিবেচিত হবে। একজন প্রার্থীর মেডিকেল টেস্ট করাতে সর্বোচ্চ খরচ হতে পারে তিনশ' টাকা। এর জন্য আলাদা ফি নেয়ার কথা নয় রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর। তবে কোনো কোনো এজেন্সি মেডিকেল টেস্টের কথা বলে প্রার্থীদের কাছ থেকে দেড় থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত হাতাতে পারে। এই মেডিকেল টেস্টকে কেন্দ্র করে রিক্রুটিং এজেন্ট এবং ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলোর মধ্যে শুরু হবে লেনদেনের ব্যবসা। ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলো ইতিমধ্যে সম্ভাব্য এজেন্সিগুলোকে অফার দিয়ে ফেলেছে তাদের কাছে পরীক্ষার জন্য প্রার্থী পাঠালে প্রার্থী প্রতি এজেন্সিকে ৩ থেকে ৬ শ' টাকা করে দেবে। কোনো কোনো এজেন্সি মালয়েশিয়া পাঠানোর নাম করে প্রার্থীদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই টাকা নিয়ে রেখেছে। অথচ এখনো ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। প্রার্থীদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এসব এজেন্সি প্রার্থীদের মেডিকেল টেস্ট শুরু করে দিয়েছে।

সাবধানের মার নেই

বিদেশে চাকরি নিয়ে যাবেন? প্রতারণার ফাঁদ আছে পদে পদে। শিকার ধরার জন্য প্রতারক চক্র তৎপর এই মালয়েশিয়ায় নিয়োগকে কেন্দ্র করে। মিষ্টি কথা দিয়েই যখন তখন আপনাকে পাঠিয়ে দিতে চাইবে মালয়েশিয়ায়। তাদের মিষ্টি কথায় ভুলে যাচাই বাছাই না করে পাসপোর্ট তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তো আপনি বাঁধা পড়ে গেলেন। আপনি আর অন্য কারো কাছে যেতে পারবেন না। তাদের খেয়াল খুশির ওপর ঝুলে যাবে আপনার মালয়েশিয়া যাওয়ার ভাগ্য। প্রথমে তারা আপনার কাছ থেকে পাসপোর্ট নেবে, তারপর আপনার কাছ থেকে দফায় দফায় টাকা নেবে। এভাবে ৫০/৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে আপনার দিক থেকে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেবে। লেগে যাবে অন্য শিকারের পেছনে। এবার মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর জন্য সব রিক্রুটিং এজেন্সি পারমিট নাও পেতে পারে। পারমিট না পেলেও কিছু প্রতিষ্ঠান সাব কন্ট্রাক্টে লোক পাঠাবে। কেউ কেউ পারমিট না পেয়েই পারমিট আছে বলে প্রচার চালিয়ে শিকার ধরবে। তাই ভালোভাবে খোঁজ খবর না করে এগুলে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কোনো এজেন্সির অফিস না দেখে বা অফিসে না গিয়ে বাইরের কোনো দালালের

যেসব এজেন্সি মালয়েশিয়ার জন্য পারমিট পাবে তাদের কাছে সংশ্লিষ্ট চাকরির বিস্তারিত তথ্য লিখিত থাকবে। ভালোভাবে যাচাই বাছাই শেষে আপনার মনঃপূত হলেই কেবল পাসপোর্ট ও টাকা দেবেন

কাছে পাসপোর্ট বা টাকা তুলে দেবেন না। টাকা দিয়ে অবশ্যই রসিদ নেবেন। টাকা ও পাসপোর্ট তুলে দেয়ার আগে আপনি আরো যে বিষয়টি নিশ্চিত হবেন তা হলো মালয়েশিয়ায় আপনাকে কি কাজ দেয়া হবে, বেতন কেমন, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা? ওভার টাইম করার সুযোগ সত্যিই আছে কিনা? এসব নিশ্চিত না হয়ে গেলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। না জেনে বুঝে বিদেশে চলে গেছে, সেখানে যে কাজ দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। এতে অর্থ, সময় এবং সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। দালালরা সব সময়ই ভালো কাজের কথা বলে। অনেক ক্ষেত্রে কথা আর কাজের মিল থাকে না। যেসব এজেন্সি মালয়েশিয়ার জন্য পারমিট পাবে তাদের কাছে সংশ্লিষ্ট চাকরির বিস্তারিত তথ্য লিখিত থাকবে। ভালোভাবে যাচাই বাছাই শেষে আপনার মনঃপূত হলেই কেবল পাসপোর্ট ও টাকা দেবেন।

মনোপলি ব্যবসার ফাঁদ

সরকার বলছে সবগুলো এজেন্সিকে মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিকে কেন্দ্র করে মনোপলি ব্যবসা করার পাঁয়তারা করছে ৭টি রিক্রুটিং এজেন্সি, এমন অভিযোগ অন্য এজেন্সিগুলোর। যে সাতটি এজেন্সি একজোট হয়ে এই পুরো ব্যবসাটা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে সেগুলোর মালিকরা হলেন, বায়রার বর্তমান সভাপতি মহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সাবেক এমপি ডা. এইচবিএম ইকবাল, ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আলী আসগর লবী, প্রধানমন্ত্রীর এক পুত্রের কথিত বন্ধু, একজন সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর এবং অন্যজন বায়রার সদ্য সাবেক সভাপতি সেলিম। অভিযোগ উঠেছে এই ৭ এজেন্সি মিলে মালয়েশিয়ায় সমস্ত জনশক্তি রপ্তানির দায়িত্ব নিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই ৭টি এজেন্সির নাম নাকি ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত হয়ে আছে। মালয়েশিয়া জনশক্তি রপ্তানি এ রকম মনোপলি হয়ে গেলে সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত অন্য প্রায় ৭০০ রিক্রুটিং এজেন্সি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি গমনেচ্ছুরাও ৭ জনের হাতে বন্দি হয়ে বেশি টাকা গুনতে বাধ্য হবেন। অন্য এজেন্সিগুলো ইতিমধ্যে এই মনোপলি প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা সে দেশে প্রতিনিধি পাঠিয়ে চাকরিদাতাদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন যাতে মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে পারমিট দেয়া না হয়। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন এই মনোপলি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই পারমিট পেতে এত দেরি হচ্ছে। আমাদের সরকার এবং এজেন্সিগুলো যখন এই মনোপলি দেয়া এবং নেয়া নিয়ে হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত তখন অন্য উন্নয়নশীল দেশ যেমন পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার এবং লাওস থেকে প্রায় ৫০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় পারমিট পেয়ে কাজ শুরু করেছে। অনেকে আশঙ্কা করছেন এই রশি টানাটানির কারণে পুরো বিষয়টি না আবার ভেস্তে যায়। সরকার এর একটি সুষ্ঠু সুরাহা করবেন এমন আশা সবার।